THE BANGLADESH OBSERVER

তারিখ DEC. 29 2001
পৃষ্ঠা … কলাম …

পুরনো বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার আশঙ্কা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : গত বছরের পুরনো বই জমা দেয়া হয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের গুদামে। ফলে সেই পুরনো বই কৌশলে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন যে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল পরিমাণ গত বছরের বই উদ্ধার করেছিলেন সেই মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানই আবার বোর্ডের গুদামে পুরনো বই জমা দিয়েছে। উল্লেখ্য, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পুরনো বই উদ্ধারের পর ওই প্রতিষ্ঠানে বিরুদ্ধে সূত্রাপুর থানায় মামলা হয়।

বোর্ড সূত্র জানায়, গত ২৪শে ডিসেম্বর অ্যাডজাস্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামে একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিভাগের জন্য ২০০২ শিক্ষাবর্ষের বই হিসেবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের গুদামে ৫০ হাজার বই জমা দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে দায়িত্বরত ভাণ্ডার কর্মকর্তা এ বইয়ের মধ্যে গত বছরের ৫ম শ্রেণীর বাংলা বই (শুকতারা নামে গত বছর মুদ্রণকাজে সংশ্লিষ্ট একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের নামসহ দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে এ বিভাগে তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উৎপাদন নিয়ন্ত্রককে জানান। উৎপাদন নিয়ন্ত্রক রিসিভিং চালান ছাড়া বই গুদামে রাখার জন্য ওই ভাণ্ডার কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। পরে বই গুদামে রিসিভিং চালান ছাড়াই রেখে দেয়া হয়। বোর্ড সূত্র আরও জানায়, 'পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের মধ্যে ১৯৯৫ সালের সিল দেয়া আছে।'

বোর্ড সূত্র জানায়, বইগুলো বর্তমানে বোর্ডের হাসান দাউদ গুদামে সিলগালা করে রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ভাণ্ডার কর্মকর্তাকে গত ২৬শে ডিসেম্বর শোকজ করলেও সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত উৎপাদন নিয়ন্ত্রকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি।

সূত্র মতে, রিসিভিং চালান ছাড়া বোর্ডের গুদামে বই জমা করা হয় না; কিন্তু এ ক্ষেত্রে উৎপাদন নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে তা করা হয়েছে। এছাড়া এ সংক্রান্ত জালিয়াতির কারণে সংশ্লিষ্ট মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা থাকার পর তাদের কাছ থেকে পুনরায় বই সরবরাহ নেয়া হবে কিনা এ ব্যাপারে বোর্ডের কোন সিদ্ধান্তও এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তা সত্ত্বেও তাদের বই গুদামে জমা দেয়ার ঘটনা রহস্যজনক।

সূত্র আরও জানায়, এ ব্যাপারে অবহিত করার পরও মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত উৎপাদন নিয়ন্ত্রকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে তার অধীনস্থ ভাণ্ডার কর্মকর্তাকে শোকজ করার কারণেও বোর্ডের কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। উল্লেখ্য, বর্তমান উৎপাদন নিয়ন্ত্রকের বিরুদ্ধে ৪৩ লাখ টাকার দুর্নীতি মামলায় কিছুদিন আগে দুর্নীতি দমন ব্যুরো চার্জশিট দিয়েছে।

সূত্র এ প্রসঙ্গে আরও জানায়, গত বছর যেসব প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্তরে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করেছিল তাদের একটি অংশ এবারও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করছে। তাদের মাধ্যমে কৌশলে গত বছরের পুরনো বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

এই ৫০ হাজার বই গুদামজাত হওয়ার পর এই সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেছে।

এ ব্যাপারে জানার জন্য টেক্সটবুক বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে গতকাল বিকেলে অফিসে ও সন্ধ্যায় বাসায় একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও তাদের পাওয়া যায়নি।